কাশ্মীর

বেড়ানোর ই-গাইড

SAMPLE

শঙ্কর ভদ্র

Price : ₹90/-

TORSA
YOUR WINDOW TO LOOK AROUND

54 MB 88 Pages

তোর্সা ডট ইন প্রকাশনা

সূচি

লেখকের নিবেদন 5
জ্ঞাতব্য 7
বৈষ্ণোদেবী যাত্রা 8
আবশ্যিক নথি 9
যাত্রাপথ 9
সড়কপথেঃ 9
রেলপথেঃ 9
হেলিকপ্টার সার্ভিসঃ 9
পদযাত্রা 10
যাত্রিনিবাস 11
আরতি 11
পূজা 11
কাশ্মীর উপত্যকা 12
নানা ঋতু হরেক রং 13
যখন টিউলিপ ফোটে 13
বুনো আইরিস, লিলাকের মরসুম 14
জলছবি 15
রং ধরে চিনারে 15
জ্বলে ওঠে কাংরি 16
খুর্দ ও বার্চ চিলাই 17
শ্রীনগর 17
ডাললেক 20
শ্রীনগরের কাছাকাছি 23
দাচিগাম বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য 23
মানসবল লেক 24
হজরতবাল মসজিদ 25
শঙ্করাচার্য পর্বত 26

শ্রীনগরের তিন মুঘল গার্ডেন 27
শালিমার বাগ: 27
নিশাত বাগ: 28
চশমে শাহি: 28
পরীমহল 29
টিউলিপ গার্ডেন 30
নাগিন লেক 31
বাদামওয়ারি 32
বোটানিক্যাল গার্ডেন 32
মাতা ক্ষীরভবানী মন্দির 33
সিন্ধ ভিউ এনভায়রনমেন্টাল পার্ক 33
নরনাগ 33
গগনগীর 33
উলার লেক 33
তনমার্গ 35
গুলমার্গ 35
গন্ডোলা যাত্রা 37
খিলানমার্গ 38
স্ট্রবেরির উপত্যকা 38
গুলমার্গ থেকে দ্রুং জলপ্রপাত 39
গুলমার্গ-অলপাথর লেক ট্রেক 39
যুসমার্গ 39
যুসমার্গ থেকে নীলনাগ 40
সোনমার্গ 41
সোনমার্গের পথে 43
সোনমার্গ থেকে থজিয়াস গ্লেসিয়ার ভিউপয়েন্ট ট্রেক 43
পহলগাম 44
পহলগাম থেকে তিন উপত্যকা 45
আরু ভ্যালি 45

বেতাব ভ্যালি 46
বৈসরন ভ্যালি 47
অহরবল জলপ্রপাত 47
অহরবল থেকে কুংওয়াট্টন ট্রেক 49
আপেলের কাশ্মীর 50
নানা পথ হরেক আবিষ্কার 51
তোসা ময়দান 51
দুধপথরী 52
কোকেরনাগ 54
দকসুম 55
দকসুম থেকে সিন্থন টপ 57
ওয়ারওয়ান ভ্যালি 59
ওয়াটলব 60
চতপল 61
পীর কী গলি 61
লোলাব, বাঙ্গাস ও দ্রঙ্গিয়ারি ভ্যালি 64
পাকিস্তান সীমান্তে গুরেজ উপত্যকা 66
কেন যাবেন গুরেজ উপত্যকায় 67
দওয়ারে থাকার ব্যবস্থাঃ 71
খানা বাহার 71
যাওয়ার পথ 79
জম্মু-শ্রীনগর 80
দরকারি কিছু তথ্য 80
জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন উন্নয়ন নিগম 80
কলকাতা অফিস 80
দিল্লি অফিস 81
শ্রীনগরের কয়েকটি হাসপাতাল 81
পুলিশ কন্ট্রোল রুম 81
থাকার ব্যবস্থা 81

হাউসবোট 81
কয়েকটি হাউসবোট সংস্থা 82
হোটেল 82
জম্মু 82
কাটরা 83
শ্রীনগর 83
পহলগাম 84
গুলমার্গ 85
সোনমার্গ 85
যুসমার্গ 85
দকসুম 86
দুধপথরী 86
কোকেরনাগ 86
ওয়ারওয়ান ভ্যালি 86
গুরেজ 86
লোলাব, বাঙ্গাস ও দ্রঙ্গিয়ারি ভ্যালি 86

লেখকের নিবেদন

সপ্তম শতকে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং দুর্গম পথে এসে পৌঁছেছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায়। ওই চিন থেকেই অষ্টম শতকে কাশ্মীরে এলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, অনুবাদক ও লেখক ওউ-কঙ। বহির্বিশ্বে কাশ্মীর উন্মোচিত হতে শুরু করল।

একাদশ শতকে ইরানের দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও পর্যটক আল-বিরুনি কাশ্মীর-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে লিখলেন 'তহকিক-ই-হিন্দ' নামের বইটি। কাশ্মীর সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেল এ বইয়ে। দ্বাদশ শতকে কাশ্মীরের ইতিহাসকার কহ্লণের সংস্কৃতে লেখা 'রাজতরঙ্গিণী' পুস্তকখানি কাশ্মীর-সম্পর্কিত এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। কাশ্মীর আবিষ্কৃত হতে থাকল।

কাশ্মীরকে চেনা-জানার খোঁজ জারি রয়েছে এখনো। ভ্রমণকারীরাও সেই খোঁজের আংশীদার। 'কাশ্মীর বেড়ানোর ই-গাইড' সেই খোঁজ তথা কাশ্মীর ভ্রমণে তথ্যগত সহায়তার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ।

এ বইয়ে জম্মু-কাশ্মীরের কাশ্মীর ডিভিশনের ভ্রমণ ঠিকানাগুলির কথা জানানো হয়েছে। অনেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় বেড়ানো শুরু করার আগে জম্মুর ত্রিকূট পাহাড়ে বৈষ্ণোদেবী দর্শন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। শুধু বৈষ্ণোদেবী দর্শনের জন্যই বহু মানুষ কাটরায় আসেন। বৈষ্ণোদেবী যাত্রা-সম্পর্কিত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে এ বইয়ে।

এখন কাশ্মীর ভ্রমণ আর শুধু শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহলগামের মধ্যে সীমিত নয়। সাম্প্রতিক কালে নতুন নতুন ভ্রমণ ঠিকানা যুক্ত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার পর্যটন মানচিত্রে। প্রচলিত ভ্রমণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে এমন নানা নতুন ঠিকানার সুলুক-সন্ধান পাওয়া যাবে এ বইয়ে।

শ্রীনগরের খয়াম চক, মকাই পার্কের বাতাস কাবাবের আঘ্রাণে ম' ম' করে। কাশ্মীরি তুজি, গোস্তবা, রোগন জোশ, দম ওলাভে মুঘল, আরবি ও হিন্দু পণ্ডিতদের রন্ধনশৈলীর মিলমিশ ঘটেছে। 'খানা বাহার' ও 'রসুইঘর' বিভাগে রয়েছে কাশ্মীরের খাদ্য-বৈচিত্রের কথা।

থাকছে জম্মু ও কাটরা-সহ কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলের হোটেলের তথ্য। সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন হাউসবোট সংস্থা ও হাউসবোট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর। পাওয়া যাবে জম্মু-কাশ্মীর পর্যটনের বিভিন্ন কার্যালয়ের ঠিকানা ও ফোন নম্বর। নাগালে থাকবে হাসপাতাল ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর।

প্রচুর রঙিন ছবি এ বইয়ের আঙ্গিককে বর্ণময় করেছে। অনেকগুলি ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে শ্রীনগর-ভিত্তিক পর্যটন সংস্থার কর্ণধার তপন মুখোপাধ্যায় প্রভূত সহায়তা করেছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির রূপায়ণে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মোজওয়েব ডেভেলপমেন্ট-এর কর্ণধার অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগ আমাকে অভিভূত করেছে। যত্নের সঙ্গে বইটির রূপদানে মোজওয়েব ডেভেলপমেন্ট-এর দেবযানী সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

একলপ্তে কাশ্মীর ভ্রমণ নিয়ে সব কথা বলা হয়ে গেল, এমন দাবি করা চলে না। উপত্যকার পর্যটন মানচিত্রের প্রসার ঘটে চলেছে। নতুন নতুন ভ্রমণ ঠিকানার উন্মোচনের দিকে আমাদের নজর থাকবে। কাশ্মীর বেড়ানোর ক্ষেত্রে এ বই কিছুমাত্র সহায়ক হয়ে উঠতে পারলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

নমস্কারান্তে

শঙ্কর ভদ্র

জ্ঞাতব্য

'কাশ্মীর বেড়ানোর ই-গাইড' পি ডি এফ ফাইল আকারে একটি ই-বই। সাইজ ৫৪ এম বি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮।

লেখক শঙ্কর ভদ্র পেশায় সাংবাদিক এবং ভ্রমণ-বিষয়ক ওয়েবসাইট 'তোর্সা ডট ইন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বইটির মূল্য ৯০৳। অনলাইনে মূল্য প্রাপ্তির পরের দুটি কাজের দিনের মধ্যে ক্রেতার ই-মেল অ্যাড্রেসে পি ডি এফ ফর্ম্যাটে বইটি পাঠানো হবে। পড়া যাবে স্মার্টফোন, পি সি, ল্যাপটপ, ট্যাব ও ই-বুক রিডারে।

বইটির সত্ত্ব তোর্সা ডট ইনের।'কাশ্মীর বেড়ানোর ই-গাইড' বা তার কোনও অংশবিশেষ অন্য কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির তরফে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ব্যবহার করা যাবে না এবং কোনওভাবে বন্টনও করা যাবে না। বইটি ক্রয় করা মানে এই শর্তগুলিকে মান্যতা দেওয়া।

ধন্যবাদান্তে
তোর্সা ডট ইন

বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

কাশ্মীর উপত্যকায় স্বপ্নের বেড়ানো শুরুর আগে অনেকেই ত্রিকূট পর্বত শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রাচীন শক্তিপীঠ বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরের অঙ্গনটিতে গিয়ে দাঁড়াতে চান। চারপাশে উদার, সুন্দর প্রকৃতি। এখানে বৈষ্ণোদেবী যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানানো হল।

'মুনহ মাঙ্গি মুরাদেঁ পুরি করনেয়ালি মাতা'। অর্থ, সন্তানের মনোবাসনা পূরণ করেন যে মা। আঞ্চলিক মানুষ এমন ভাবেই শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবীকে স্মরণ করেন। কাটরার ত্রিকূট পাহাড়ের ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গুহা-মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান।

প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। বিশিষ্ট শক্তিপীঠ। বছরভর বৈষ্ণোদেবী দর্শন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। 'মান আপ বুলন্দি', আঞ্চলিক মানুষের মধ্যে প্রচলিত এ কথার মানে, মা নিজেই ডেকে নেন। শুধু হিন্দু নয়, শিখ ধর্মালম্বীদের কাছেও বৈষ্ণোদেবী এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। গুরু গোবিন্দ সিং বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে এসেছিলেন। মাতা বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও।

কিংবদন্তী অনুসারে, মহাকালী, মহালক্ষী ও মহাসরস্বতীর সম্মিলিত তেজ থেকে বৈষ্ণোদেবীর সৃষ্টি। গুহামন্দিরের গর্ভগৃহে সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার এক শিলা মাতা রূপে পূজিত হন। সেই প্রস্তর মূর্তির তিনটি মাথা। এই মাথা তিনটিকে বলা হয় পিন্ডি। ভক্তরা ওই তিনটি মাথাই দর্শন করেন। বাকি অংশ মাটির নীচে প্রোথিত। তিন পিন্ডি ত্রিশক্তির প্রতীক। আবার, যে পাহাড়ে মন্দিরের অবস্থান তার তিনটি চূড়া। তাই নাম ত্রিকূট পাহাড়। তিন শীর্ষের মাতা বৈষ্ণোদেবী প্রকৃতির প্রতিরূপও বটে।

বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দির যে বহু প্রাচীন তা প্রমাণিত। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, গুহাটির বয়স প্রায় ১০ লক্ষ বছর। তবে প্রাচীনতম বেদ তথা ঋক বেদে বৈষ্ণোদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়

না। প্রসঙ্গত, ঋক বেদে কোনও নারী দেবতারই উল্লেখ নেই। তবে ঋক বেদে ত্রিকূট পাহাড়ের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে বৈষ্ণোদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মেনে শক্তির উপাসনার জন্য ত্রিকূট পাহাড়ে এসেছিলেন। মহাভারতে অর্জুনের উক্তি, "জাম্বুকাতক চিত্যাইশু নিত্যম সন্নিহিতালয়ে।" অর্থ-তুমিই তিনি, যিনি সর্বদা জাম্বু পাহাড়ের ঢালে অবস্থান করেন। এখনকার জম্মুই অর্জুন কথিত 'জাম্বু' বলে মনে করা হয়।

এখানে একটা কথা বলার অবকাশ থেকে যায় মনে হয়, এবং তা হল, ধর্মীয় আচার মেনে যাত্রায় আগ্রহী না হলেও বা কী, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অস্তিত্ব বজায় রাখা এক পার্বত্য গুহা দর্শন, পাহাড়ি পথ ধরে সেখানে পোঁছানো, সে-ও স্মরণীয় এক ভ্রমণ।

আবশ্যিক নথি

বৈষ্ণোদেবী যাত্রার জন্য আগে আর এফ আই ডি (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন কার্ড) সংগ্রহ করে নিতে হবে। কাটরা বাসস্ট্যান্ড, কাটরা রেলস্টেশন, কাটরার নীহারিকা কমপ্লেক্স (কাটরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে), সেরলি হেলিপ্যাড, জম্মু বিমানবন্দর এবং জম্মুর বৈষ্ণোবী ধামে যাত্রা রেজিস্ট্রেশন সেন্টার থেকে এফ আর আই ডি কার্ড সংগ্রহ করা যাবে। সঙ্গে রাখবেন কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশনের ফাইনাল সার্টিফিকেট অথবা যাত্রা শুরুর আগের ৭২ ঘন্টার মধ্যে সংগৃহীত আর টি পি সি আর কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট। দরকার হবে বৈধ পরিচয়পত্রের। নথিপত্র-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরেঃ ০১৯৯১-২৩৪৮০৪/ ৯৯০৬০১৯৪৯৪

যাত্রাপথ

সড়কপথে: বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দির যাত্রা শুরু হয় কাটরা থেকে। জম্মু থেকে সড়কপথে কাটরা প্রায় ৫০ কিলোমিটার। জম্মু রেলস্টেশনের বাইরে থেকে কাটরা যাওয়ার লাক্সারি বাস পাওয়া যায়। জম্মু রেলস্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে জম্মু-কাশ্মীর সড়ক পরিবহণের বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকেও কাটরা যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। বাসে জম্মু থেকে কাটরা পৌঁছাতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগে। উভয় জায়গা থেকেই ঘন ঘন কাটরাগামী বাস ছাড়ে। জম্মু -তাওয়াই রেল স্টেশনের বাইরে থেকে কাটরা যাওয়ার ট্যাক্সি পাবেন। শেয়ার ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। ট্যাক্সিতে গেলে আগে সরকার কর্তৃক আনুমোদিত ভাড়া জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। জম্মু স্টেশনে সরকারি টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টারের সাহায্য নিতে পারেন। ট্যাক্সিতে জম্মু থেকে কাটরা পৌঁছাতে ১ ঘন্টা ১৫-২০ মিনিট সময় লাগবে। জম্মু-কাটরা দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার হলেও পাহাড়ি পথে গাড়ি চলে ধীরেসুস্থে। যাঁরা বিমানে জম্মু যাবেন, তাঁরা বিমানবন্দর থেকে জম্মু শহরে চলে আসতে পারেন। দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। তারপর জম্মু থেকে কাটরা। এটাই সুবিধাজনক পথ।

রেলপথেঃ জম্মু থেকে কাটরা পৌঁছানো যায় রেলপথেও। জম্মু-কাটরার মাঝে পড়বে ৬টি স্টেশন। কাটরার ঠিক আগের স্টেশনের নাম চক রাখোয়াল।

হেলিকপ্টার সার্ভিসঃ কাটরা থেকে সাঁজীছট পর্যন্ত হেলিকপ্টার সার্ভিস রয়েছে। সাঁজীছট থেকে ভবন আড়াই-তিন কিলোমিটার।বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরকে ভবন বলা হয়। সাঁজীছট থেকে এই

আড়াই কিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। চাইলে ঘোড়ায় বা ডুলি বা ডোলিতে চড়ে এ পথটা পাড়ি দিয়ে মন্দির চত্বরে পৌঁছানো যায়। কাটরা থেকে সাঁজীছট সড়কপথে সাড়ে ৯ কিলোমিটার। সাঁজীছটের উচ্চতা ৬০৮০ ফুট। সাঁজীছট থেকে হাঁটাপথে খুব কিছু কষ্ট হয় না। উৎরাই পথে হাঁটা। ভবন তথা মন্দিরের অবস্থান ৫৭৩৩ ফুট উচ্চতায়। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে হেলিকপ্টারে কাটরা থেকে সাঁজীছট পৌঁছাতে ৮-১০ মিনিট সময় লাগে।

হেলিকপ্টারের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে কাটরা বাসস্ট্যান্ড থেকে ২ কিলোমিটার দূরে উধমপুর রোডে হেলিপ্যাডের অফিস থেকে। একপিঠের অর্থাৎ কাটরা থেকে সাঁজীছট অথবা সাঁজীছট থেকে কাটরার ভাড়া ১৮৩০ টাকা। দুই পিঠ তথা যাতায়াতের ভাড়া ৩৬৬০ টাকা। হেলিকপ্টার উড়ানের অনলাইন টিকিট বুক করা যেতে পারে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ডের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেওঃ **https://www.maavaishnodevi.org/** ওয়েবসাইটের 'বুকিং ইনফর্মেশন' বিভাগে হেলিকপ্টারের টিকিট বুকিং-সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাবেন।

পদযাত্রা

কাটরার ত্রিকূট পর্বতের পাদদেশ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। কাটরার উচ্চতা ২৮০০ ফুট। তারপর ৬২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সাঁজীছট পর্যন্ত সাড়ে ৯ কিলোমিটার পথ ধীরে ধীরে উঠে চলা। খুব চড়াই পথ নয়। সাঁজীছট থেকে ভবন তথা বৈষ্ণোদেবীর মন্দির পর্যন্ত উৎরাই পথ। বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরের অবস্থান ৫২০০ ফুট উচ্চতায়। কাটরা থেকে মন্দির পর্যন্ত হাঁটাপথের দৈর্ঘ্য ১৩ কিলোমিটার। প্রচুর মানুষ এ পথে হেঁটেই যান। চলার পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য মন ভালো করে দেয়। এ পথে হাঁটা মানে চোখের আরাম, প্রাণের প্রশান্তি। তবে আগে থেকে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস থাকলে পদযোগে বৈষ্ণোদেবী দর্শন যাত্রা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এই পদযাত্রা তো প্রকৃতপক্ষে একটি ট্রেকিং। তবে সহজ পথে।

কাটরা বাসস্ট্যান্ড থেকে দর্শনী দরজা ১ কিলোমিটার। ত্রিকূট পর্বতের অনেকটাই দেখা যায় দর্শনী দরজা থেকে। বৈষ্ণোদেবী পদযাত্রার বেসক্যাম্প বলা চলে এই দর্শনী দরজাকে। গাড়ি, অটোরিক্সায় দর্শনী দরজা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এখানে পদযাত্রা শুরুর জন্য দুটি রাস্তা আছে। একটি পুরনো, আরেকটি নতুন। নতুন পথটি অনেক বেশি উন্নত এবং চলার জন্য সুবিধাজনক।

দর্শনী দরজা থেকে ১ কিলোমিটার হেঁটে চলে আসবেন বনগঙ্গায়। উচ্চতা ২৮০০ ফুট। ছোট একটি নদীর তীরে ধরে যাত্রাপথ। স্নানের জন্য ঘাট আছে। অনেকে স্নান সেরে ফের যাত্রা শুরু করেন।

এরপর চরন পাদুকা। কাটরা থেকে আড়াই কিলোমিটার। উচ্চতা ৩৩৮০ ফুট। চরন পাদুকা মন্দিরে প্রণাম সেরে ভক্তরা এগিয়ে চলেন। এখানে একটি মেডিকেল ইউনিট আছে। চরন পাদুকা থেকে সাড়ে ৩ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছাবেন ৪৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত আধকুয়ারীতে। আধকুয়ারী যাত্রাপথের মধ্যস্থল। এখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ফের যাত্রা শুরু করা যেতে পারে।

আধকুয়ারী থেকে হিমকোটি আড়াই কিলোমিটার। হিমকোটির উচ্চতা ৫১২০ কিলোমিটার। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে। দেখা যাবে বিস্তৃত উপত্যকা। হিমকোটি থেকে হালকা চড়াই পথে উঠে আসবেন সাঁজীছটে। দূরত্ব ১ কিলোমিটার। সাঁজীছটের উচ্চতা ৬২০০

ফুট। এরপর ভবন। বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দির। উৎরাই পথে সাঁজীছট থেকে ভবন দেড় কিলোমিটার।

যাত্রিনিবাস

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের যাত্রাপথে এবং যাত্রাশেষে যাত্রীদের বিশ্রাম ও থাকার জন্য নানা প্রকারের ব্যবস্থা রয়েছে। স্বল্প খরচে ও নিখরচাতেও এই সুযোগ পাওয়া যায়। বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় ব্যবস্থাগুলি।

যাত্রাপথে আধকুয়ারী ও সাঁজীছট এবং ভবন তথা মন্দির প্রাঙ্গনে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা-সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। নিখরচায় এরকম সব বিশ্রামাগারে বিশ্রাম নেওয়ার এবং ও থাকার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে পাওয়া যাবে টয়লেট, ভোজনালয় ইত্যাদির সুবিধা। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে বিশ্রাম ও থাকার সুযোগ পাওয়া যায়।

স্বল্প খরচে বিশ্রাম নেওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে জম্মু রেলস্টেশনের কাছে বৈষ্ণোবী ধাম, কালিকা ধাম ও সরস্বতী ধামে। কাটরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে আছে নীহারিকা ভবন, শক্তি ভবন ও আশীর্বাদ ভবন। কাটরার দ্বিতীয় যাত্রা কাউন্টারের (ওয়াই আর সি-টু) কাছেই রয়েছে ৭০০ শয্যার ত্রিকূট ভবন। কাটরার এশিয়া চকের কাছে স্পিরিচুয়াল গ্রোথ সেন্টারেও থাকার ব্যবস্থা আছে। যাত্রাপথে আধকুয়ারী, সাঁজীছট ও মন্দিরচত্বরে রয়েছে যাত্রিনিবাস। স্যুইট, হাট, ডর্মিটরি, নন-এসি, এসি রুম, সব রকমের ব্যবস্থাই পাওয়া যাবে।

যাত্রীনিবাসের কাউন্টারে গিয়ে অথবা কাটরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ডের নীহারিকা কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করে ঘর বুক করা যাবে। যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরেঃ ০১৯৯১-২৩২১১৫/ ২৩২২৮১।

আরতি

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে দিনে দু'বার আরতি হয়। সূর্যোদয়ের আগে একবার এবং সূর্যাস্তের ঠিক পরে আরেকবার। প্রথমে গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে, তারপর গুহামন্দিরের বাইরে ভক্তদের সম্মুখে আরতি আয়োজিত হয়ে থাকে। আরতির আগে থাকে প্রাক-আরতি ক্রিয়াকর্মের দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

পূজা

প্রতিদিন সকালে মন্দিরের যজ্ঞশালায় পূজার আয়োজন হয়। এই পূজা-পর্বে ব্যক্তিগত ভাবে অংশগ্রহণ করা যায়। অনলাইন ব্যবস্থাতেও পুজো দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে ডাকে প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয় পূজা অর্পনকারীর ঠিকানায়।

অনলাইন ব্যবস্থায় পুজোর খরচ ২১০০ টাকা। ব্যক্তিগত ভাবে পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্য সশরীরে যজ্ঞশালার পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ব্যক্তিগত পূজায় অংশগ্রহণের জন্য ই-মেল যোগে স্লট বুক করা যায়। মেল অ্যাড্রেসঃ www.maavaishnodevi.org/ মন্দির চত্বরের ৮ নম্বর

ঘরেও পুজোর জন্য নাম নথিভুক্ত করানো যায় স্লট অনুসারে। মন্দির এলাকায় যাত্রীদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধাযুক্ত বিশ্রামাগার আছে।

ভবন তথা বৈষ্ণোদেবী মন্দির চত্বরে শ্রাইন বোর্ড পরিচালিত দোকান (ভাইন্ত শপ) থেকে পূজা-উপাচার সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। কিনতে পাবেন প্রসাদও।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়ঃ অফিসার ইনচার্জ (এনকোয়ারি ও রিজার্ভেশন), শক্তি ভবন, নীহারিকা কমপ্লেক্স (কাটরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে), শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড, কাটরা (জম্মু-কাশ্মীর)-১৮২৩০১। ফোনঃ ০১৯৯১-২৩৪০৫৩। ই-মেলঃ dm_enquiry@maavaishnodevi.net

||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

আরও পড়ার জন্য সম্পূর্ণ বইটি ক্রয় করুন।

https://torsa.in/kashmir-ebook/

ফোন নম্বর: ৯৮৩০৫৬৩৪৬৪